ডালিম গাছে মৌ

ডালিম গাছে মৌ

ছোটদের ছড়া ও কবিতার বই

মনোমোহন দাশ

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ় : রথযাত্রা : ১৩৭২

প্রচ্ছদ পট :
অনিমা দাশ

অন্যান্য ছবি :
অনিমা দাশ
এ, চাকলাদার
শৈলেশ গুপ্ত

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক
৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর :
শ্রীঅরবিন্দ সিংহরায়
শ্রীশ্রীকালি প্রেস
৬৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

দাম—চারি টাকা মাত্র

উৎসর্গ

'আবোল তাবোলের' কবি

শিশু-কবিতা-সম্রাট

৺সুকুমার রায় স্মরণে
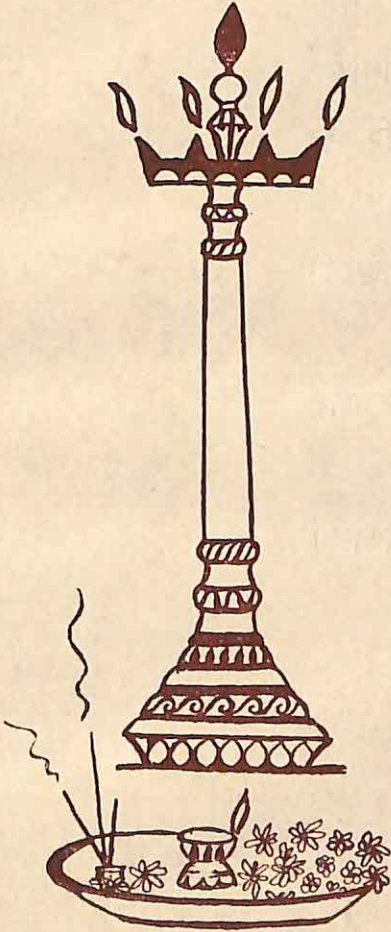
যাহারা এখনও হয় নাই বড়
তুমি তাহাদের কবি
আঁকিয়াছ তুমি তাহাদের তরে
ভুবন ভুলানো ছবি।
নবীন মনের ওগো যাদুকর
তোমার অমৃত পরশে
স্বপনের রাণী খুলেছে তাহার
হৃদয়-দুয়ার হরষে।
কল্পনা তব করেছে রঙীন
ধরার শিশুর মন
'আবোল তাবোল' পারিজাত মালা
সপ্ত রাজার ধন।
তোমার মনের মধুর স্বপনে
আজগুবি আছে বেঁচে
অরূপ রতন আনিয়াছ তুমি
ভাষার সাগর ছেঁচে।

যাহারে সৃষ্টি করেনি স্রষ্টা
তুমি সৃজিয়াছ তারে
তুমি যে তাহারে দিয়াছ জীবন
বিধাতা দেননি যারে।

কোন কালে যাহা, ছিলনা কোথাও
কোন দিন নাহি হবে
তাই, কবি তুমি, দেখালে মোদের
দেখালে অসম্ভবে।

তোমার সৃষ্টি অতি অপরূপ
তুলনা কোথায় তার
মাগি তাই কবি আশিষ তোমার
লহ গো নমস্কার।
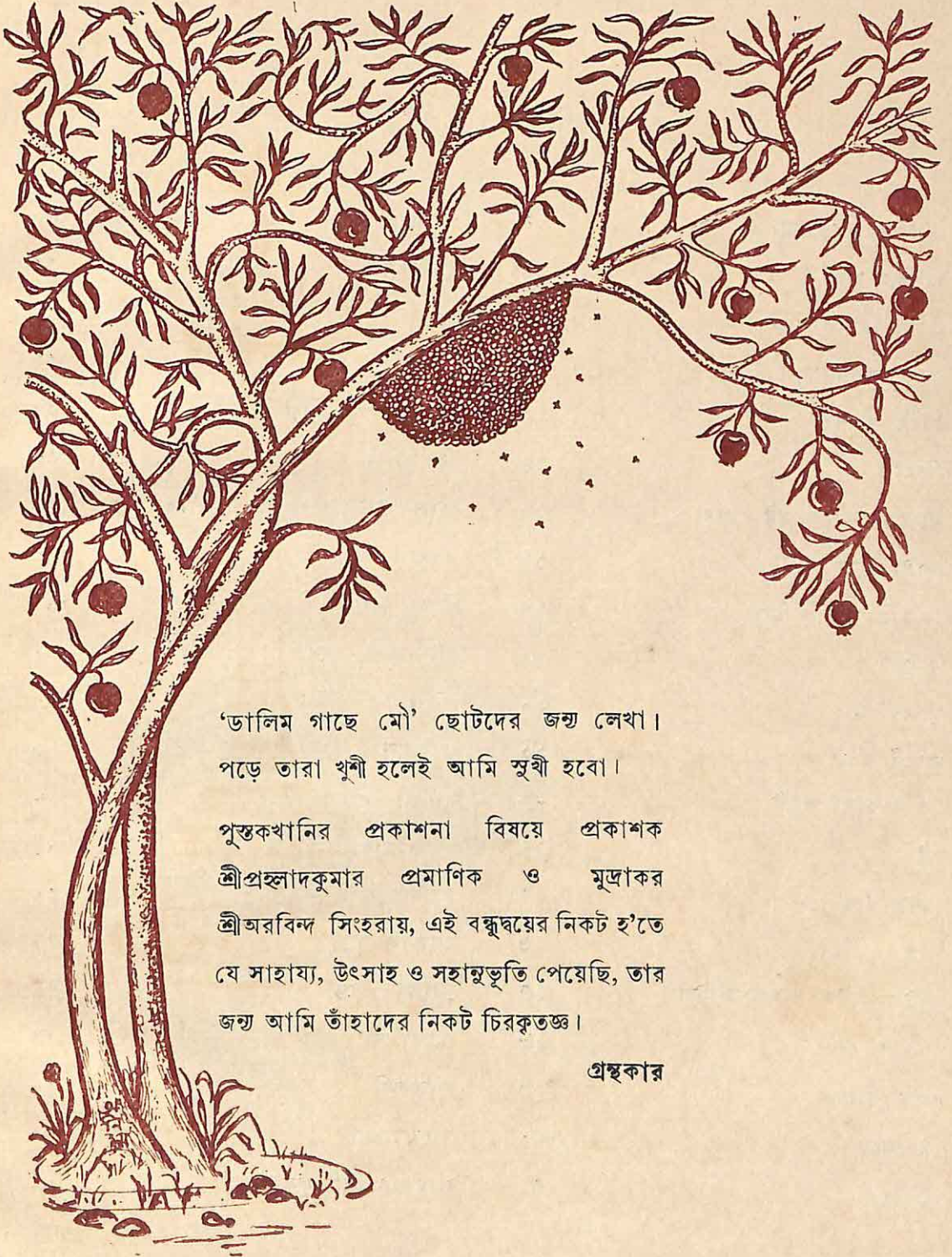
'ডালিম গাছে মৌ' ছোটদের জন্য লেখা। পড়ে তারা খুশী হলেই আমি সুখী হবো।

পুস্তকখানির প্রকাশনা বিষয়ে প্রকাশক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রমাণিক ও মুদ্রাকর শ্রীঅরবিন্দ সিংহরায়, এই বন্ধুদ্বয়ের নিকট হ'তে যে সাহায্য, উৎসাহ ও সহানুভূতি পেয়েছি, তার জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

উপহার

....

....

....

ডালিম গাছে মৌ

আতা গাছে তোতা পাখী
ডালিম গাছে মৌ
ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে
নাচে নোতুন বৌ।
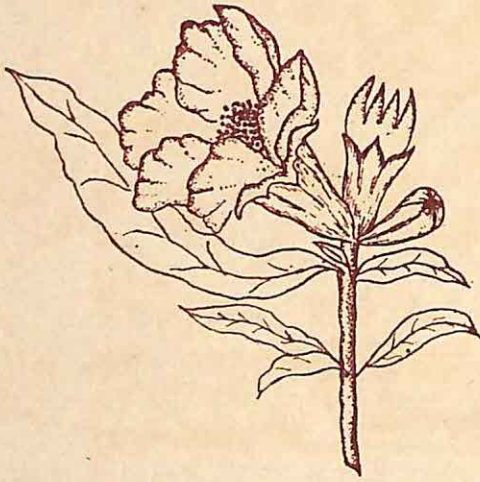
ডালিম ফুল

আনার কলি
ডালিম ফুল
রূপের তোমার
নাইকো তুল
দুলছো গাছে
দোদুল দুল
আনার কলি
ডালিম ফুল।

লাল টুকটুক
মুখটি তুলে
আনার কলি
নামটি ভুলে
বাংলা দেশে
আস্‌লে চলে
আদর ভরা
নামটি নিলে

গুণের তোমার
কোথায় তুল
আনার কলি
ডালিম ফুল।

ইরান হতে
এই ভারতে
এসেছ ভাই
কোন্ যুগেতে
কোন্ সে রানী
আনলো সাথে
খোঁপায় দিয়ে
বাঁধতে চুল
আনার কলি
ডালিম ফুল।
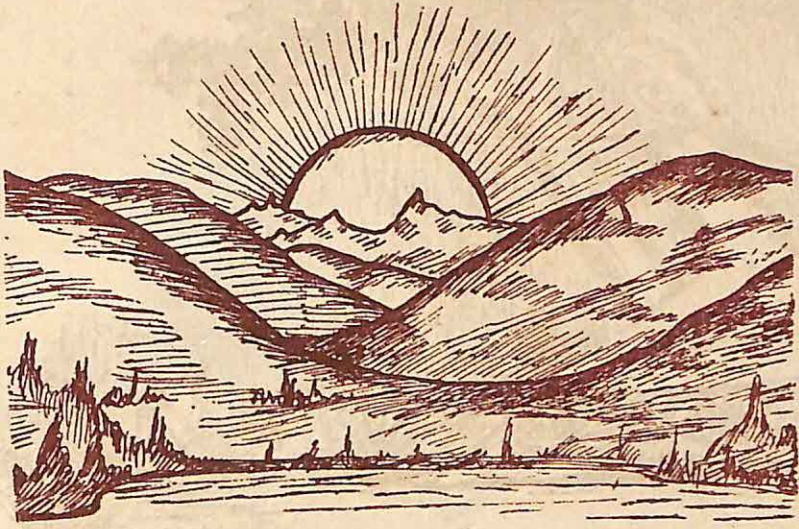
সূর্যি মামার বাড়ী

ঐ যে দূরে যাচ্ছে দেখা
নীল পাহাড়ের সারি,
ওর ওধারে আছে রে ভাই
সূর্যি মামার বাড়ী।

ভোরের বেলায় আঁধার পালায়
পাখীরা সব জাগে,
গাছের পাতায় ঝিকিমিকি
আলোর ছোঁয়া লাগে।

সোনার রঙে রাঙিয়ে আকাশ
সূর্যি মামা ওঠে
খবর দিতে চারি দিকে
আলোর সেপাই ছোটে।

পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে
সূর্যি মামার রথ,
সাতটা ঘোড়া টেনে বেড়ায়
আকাশ-জোড়া পথ।

বড় যখন হবো আমি
চালিয়ে মোটর গাড়ী
ডিঙিয়ে পাহাড় যাব তখন
সূর্যি মামার বাড়ী।

তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্

শিশির ধোয়া চাঁদনি রাতে
চোখেতে নাই ঘুম
শিউলি তলায় ফুলের মেলা
তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্।

চাঁপার বনে ফুলপরীরা
নাচচে ঝুম্‌ঝুম্
ঝিঁঝিঁ পোকা বাজায় বাঁশী
তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্।

শেওড়া গাছে পেত্‌নী নাচে
শব্দ হুম্ হুম্
শেয়ালগুলো দিচ্চে সাড়া
তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্।

গাছের আগায় জোনাক জ্বলে
সব হলো নিজঝুম্
স্বপন দেখে খোকা হাসে
তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্।

পশ্চিমে চাঁদ ডুবে গেল
চোখ করে ঘুম্ ঘুম্
দুষ্টু ছেলে ঘুমিয়ে গেছে
তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্।

হাসি খল্ খল্
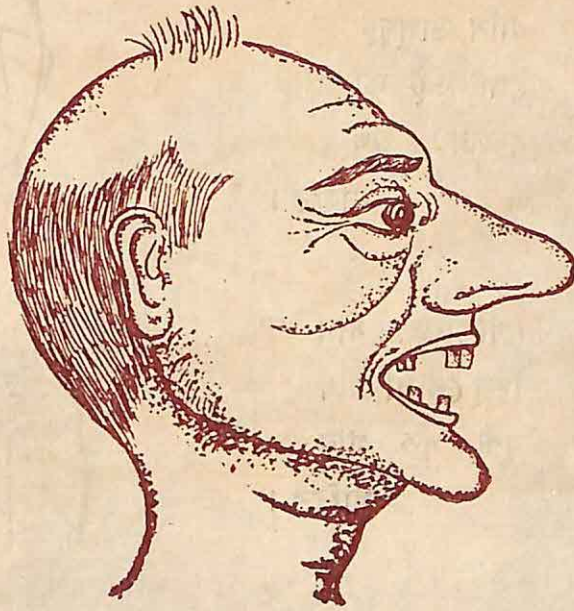
হাসি খল্ খল্
চোখ ছল্ ছল্
গায়ে মল্ মল্
ভাইরে।

দাঁত কিড়্ মিড়্
হাড় জিড়্ জিড়্
বকে বিড়্ বিড়্
তাইরে।

গলা ঘড়্ ঘড়্
দেহ জ্বর্ জ্বর্
রাগে গর্ গর্
বাঘরে।

চলে হন্ হন্
ফোড়া টন্ টন্
দাঁত কন্ কন্
বাপরে।

ডালে বুল্ বুল্
করে চুল্ বুল্
নদী কুল্ কুল্
বয়রে।

করে বক্ বক্
জিভ লক্ লক্
জল ঢক্ ঢক্
খায়রে।

বাসি ডাল্‌মুট্‌
পেট ভুট্‌ ভুট্‌
দেহটায় সুখ্‌
নাইরে।

গোলা ভরা ধান
দিল্‌ খোলা প্রাণ
খুশী মত গান
গাইরে।
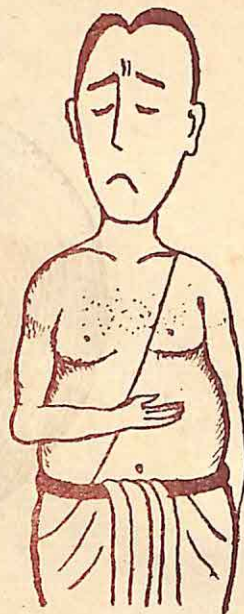
ফিনকি

বনে বাস করে, তাই বনবিড়ালী
খ্যাঁক্‌ খ্যাঁক্‌ করে ডাকে খ্যাঁক্‌শিয়ালা
ডালে ডালে ছোটে ভাই কাঠবিড়ালী
দেখি নাই তার মত খামখেয়ালী।

মায়ের কোলে দুষ্টু ছেলে

মায়ের কোলে দুষ্টু ছেলে
নীল আকাশে চাঁদ রে
তুলসীতলায় সাঁঝের প্রদীপ
শুধুই মায়ার ফাঁদ রে।

লাল টুকটুক রাঙাজবা
পথের ধারে ফুটলো
দেখতে তারে মৌমাছিরা
সকালবেলায় ছুটলো।

সোনার বরণ কনকচাঁপা
গাছটি করে আলো
বাতাস তারে বললে ডেকে
গন্ধ তোমার ঢালো।

শিউলিতলায় বিছিয়ে আছে
শিউলি ফুলের রাশি
দেখলে তাদের মনে পড়ে
আমার খুকুর হাসি।

ভাই-বোনে

সত্যি কোরে বলছি দিদি
আমায় অমন রাগাস্ নি
মিথ্যে কোরে বারে বারে
বাবার কাছে লাগাস্ নি।

আমি নাকি দস্যি বড়
মাকে আমি জ্বালিয়ে খাই
আমার মত দুষ্টু ছেলে
পাড়াতে আর একটি নাই।

আমার মাকে আমি জ্বালাই,
তোমার তাতে রাগ কেন?
মা যে আমায় ভালবাসে,
হিংসে তোমার তাই যেন।

আমার 'ভুলো' অতি পাজী,
তোমার 'মেনি' খুব ভালো
প্যাংলাপানা হ্যাংলা বেড়াল
হুতুম পেঁচা মিশ্‌কালো।

কাকা কেবল আমায় বকে,
পড়ায় আমি দিই না মন,
নিজে যেন সরস্বতী,
পড়ছে বসে সকলখন।

জামাকাপড় ময়লা করি,
তোমায় কি তা কাচতে হয় ?
মিছিমিছি আমার নামে
লাগাও তুমি সব সময়।

মিথ্যে কথা বলছি আমি ?
বলিস্ নি তুই বাবাকে ?
সব শুনেছি তোমার কথা
আলমারির ঐ পাশ থেকে।

শিউলি ফুলের বিয়ে

আজ শরতের হিমল রাতে
শিউলি রানীর বিয়ে
বর এসেছে বকুল তলায়
মাথায় টোপর দিয়ে।

চাঁদের আলোয় জাগতে বাসর
যুঁই মালতি এলো।
'বউ কথা কও' কইছে ডেকে
'বাসর-দুয়ার খোলো।'

দুষ্টু কোকিল বললে তখন
'কারো কথা শুনবো না।'
'চাই যে আমার নতুন শাড়ী,
নইলে দুয়ার খুলবো না।'

মিষ্টি হেসে বলছে হেনা
'আমি তো গান গাইবো না'
লজ্জাবতী শিউলি বলে
'বরের পানে চাইবো না।'
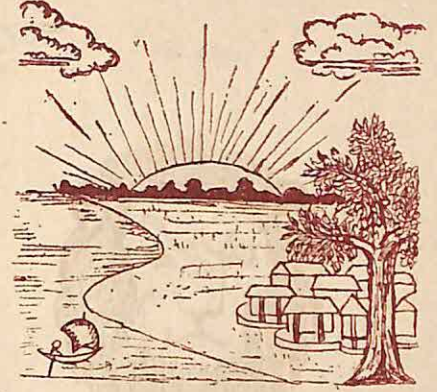
কুম্‌কুম্‌

আকাশের গায়ে ওই
কুম্‌কুম্‌ ফাটলো
তারাভরা নীলাকাশ
লাল হয়ে আসলো।
ভোরের আলোরে তবে
বলিছে আঁধার
তুমি ভাই দিলে ঢেকে
দেহটি আমার।
ফাগ্‌রাঙা চারিদিক
পূবে আলো হাসছে
গাছে গাছে দেখো ওই
পাখী সব জাগছে।
এখনো রয়েছে চাঁদ
চারিদিক নিজ্‌ঝুম
আকাশের গায়ে ওরে
কে মাখালে কুম্‌কুম্‌।
রাত শেষে এলো কেবা
কোন খেয়ালে
আকাশের আঙিনায়
রঙ ছড়ালে।

মুখের মিল

সিংহীমামা ভোম্বলদাশ
মুখটি কেন ভার?
সিংহীমুখো মানুষ দেখে
রাগ হয়েছে তার।

রামছাগলের মস্ত পাঁঠা
দেখলে আসে তেড়ে
ছাগলমুখো মানুষটি ওই
আসছে দাড়ী নেড়ে।

টুকটুকে লাল ঠোঁট
নাক যেন বঁড়শী
দেখে তারে খুশী হয়
যত পাড়া পড়শী।

টিয়ার মতন নাক
মানুষেরও আছে
নাকি সুরে কথা কয়
যাও যদি কাছে।

কুলপী বরফ

বরফওলা রাস্তা দিয়ে
যাচ্ছে হেঁকে সুর লাগিয়ে
'কুলপী বরফ চাই।'

মুটের মাথায় চাপিয়ে হাঁড়ি
ডাক দিয়ে যায় বাড়ী বাড়ী
'কুলপী বরফ এমনতর,
আর পাবে না ভাই,
কুলপী বরফ চাই।'

ওপর থেকে রাঙামামা
বললে, 'খোকা, ওরে থামা,
কুলপী খেতে চাই
নীচেয় আমি যাই।'

মামাবাবু তড়বড়িয়ে
ঘোড়ার মত টগবগিয়ে
নেমে এলেন তাই
কুলপী তাঁহার চাই।

তার পরেতে চুলকে মাথা
রাঙামামা বলেন কথা
'তাইতো ন্যাড়া, পয়সা কোথা?
পয়সা তো আর নাই
পয়সা কোথায় পাই।'

বরফওলা হাঁকছে তখন
'কুলপী বরফ চাই।'

জল-ভর-ভর-ভরণী

জল-ভর-ভর-ভরণী
মিনি সুতোর গাঁথুনি
কনের গলায় মালা
সাজাও বরণ ডালা।

তালগাছে ঐ তালের কাঁদি
বালহাঁস বিলে
পুকুরেতে রুই কাতলা
একটা নিল চিলে।

আউস ধানের চিঁড়ে রে ভাই
কনকচুড়ের খই
গাজন তলায় সঙের নাচন
কলসি ভরা দই।

জল-ভর-ভর-ভরণী
কান্‌চন বরণী
রান্নাটি তার খাসা
শ্যামনগরে বাসা।

দীঘির জলে কলমীবন
পানকৌড়ি ভাসে
ল্যাজঝোলা ওই পাখীটিরে
খুকু ভালবাসে।

দুষ্টুমি
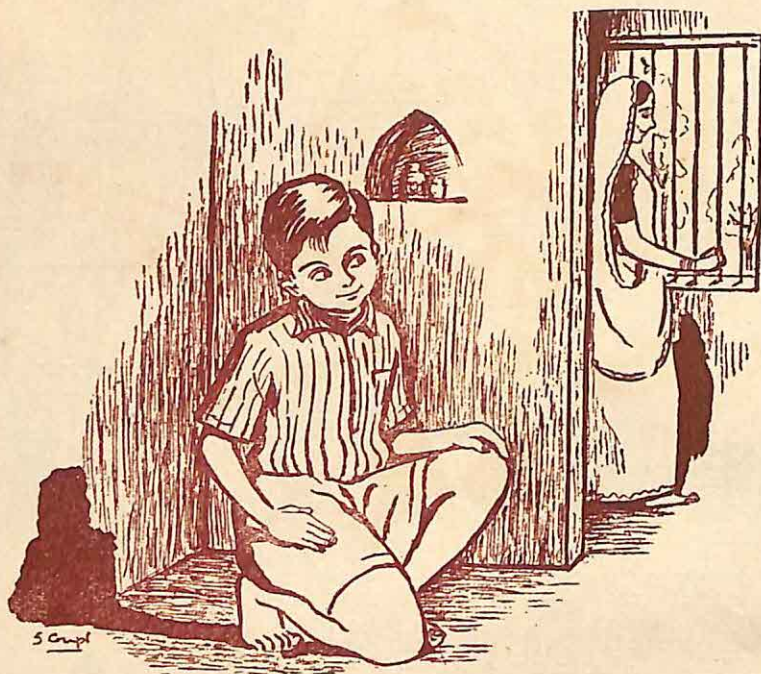
তুমি যখন ডাকো মাগো
শুনতে আমি পাই
ডাকটি তোমার মিষ্টি বড়
দিই না সাড়া তাই।

চুপটি করে থাকি বসে
আঁধার ঘরের কোনে
দুষ্টু খোকা গেল কোথায়
ভাবছো তুমি মনে।

খুজে বেড়াও এধার ওধার
চিলেকোঠার ঘরে
ভেবে সারা হও যে তুমি
তোমার খোকার তরে।

ইচ্ছে করে, বলি তোমায়
'খোকা হেথায় নাই'
তুমি যখন ডাকো মাগো
শুনতে আমি পাই।

মনে করো, সত্যি করে
হারিয়ে যদি যাই
কেমন করে থাকবে তুমি
ভাবছি আমি তাই।

মিষ্টার প্রিম্

এঁদো-পরা বাড়ীখানি সরু গলিতে
মিস্‌টার প্রিম্ থাকে সেই বাড়ীতে।
হাসি-হাসি মুখখানা ভরা খুসীতে
দেখে নাই কেহ তারে রাগ করিতে।

গাল ছুটী পাঁউরুটি, নাকটি আপেল
মুখখানি ঠিক ভাই কচি নারকেল।
টাকপড়া মাথাটি যেন কয়েত্‌বেল
দেখা তুমি পাবে তার সকাল বিকেল।

একমাত্র বন্ধু তার বেরী মাইকেল্
ছুজনে বেড়ায় সুখে চড়ি সাইকেল্।

৪

স্বপ্ন

বলতে পারিস্ তোরা আমায়
উড়ো জাহাজ যারা চালায়
কেমন মানুষ তারা ?
নাইকো কোনো পথের বাধা
গাড়ী, গরু, মানুষ, গাধা
খুসীমত উড়ে বেড়ায় যারা ?
ইন্‌জিন্‌টা গরজে ওঠে
হাওয়া-বেগে জাহাজ ছোটে
পাখীর মত কোথায় উড়ে যায়
পাল্লা দিয়ে মেঘের সাথে
দিচ্চে পাড়ি দিনে রাতে
ছবির মত নীল আকাশের গায়।
ওদের মত হতাম যদি
ছাড়িয়ে সহর, পেরিয়ে নদী
যেতাম চলে চাঁদ তারাদের দেশে
এগিয়ে এসে চাঁদা মামা
বলতো 'খোকা, জাহাজ থামা
এসে গেছিস আমার বাড়ী শেষে'।

আঁটুল বাঁটুল সামলা সাঁটুল

আঁটুল বাঁটুল সামলা সাঁটুল
শ্যামবাবুদের ছেলেগুলো
লিখতে বসেছে
খাটন্ খাটন্ চুলগুলো
ঝোটন্ বেঁধেছে।
হাতেতে নতুন শাঁখা
বোধন্ বেঁধেছে।
শ্যামবাবুদের মেয়েগুলো
নাইতে এসেছে।

* * *

এক বাটি ঘি চন্দন এক বাটি দুধ
মা বাপকে ব'লো গো মেয়ের বড় সুখ।
মেয়ে আমার পাটুনি, কত পাট করে
মেয়ে আমার সিঁদুনি, কত সিঁদুর পরে।
দাঁড়া রে ঢুলি ভায়া হর-গৌরীর মাঠে
দাঁড়া রে ঢুলি ভায়া পোড়াদহের ঘাটে।
হর-গৌরীর মাঠেরে ভাই ঝুর-ঝুরে বালি
সোনামুখে রোদ লেগেছে, তুলে ধরো ডালি।

ছড়া ও ছন্দ

গন্ গনে আগুনের জিভ লক্ লকে
কন্ কনে হাওয়া ঐ বয় থেকে থেকে।

ঝন্ ঝন্ করে ভাই দ্বার হালো বন্ধ
ঝর্ ঝর্ ঝর্‌নার অতি দ্রুত ছন্দ।
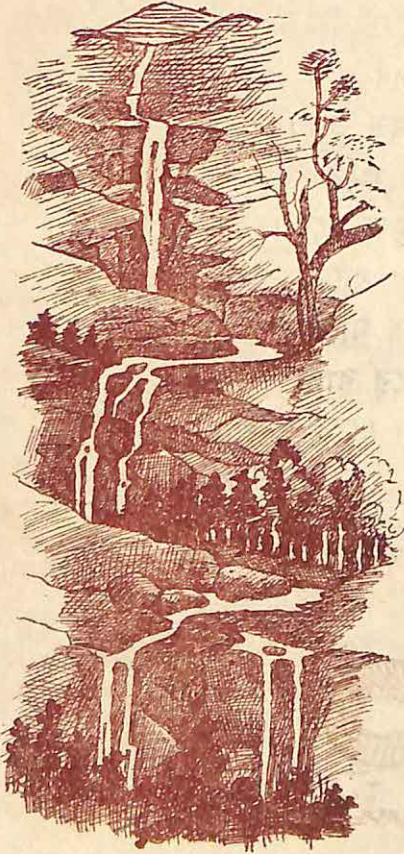
তর্ তর্ করে ওই ছোট নদী বইছে
নেচে নেচে ঢেউগুলো কি জানি কি কইছে।

সোঁসোঁ করে মেঘ উড়ে যায় আকাশে
গোঁ-গোঁ করে ডাকে ওই ঝড়ো বাতাসে।

থর্ থর্ করে ওই গাছগুলো কাঁপছে
মড়্ মড়্ কোরে দ্যাখো ডালগুলো ভাঁঙছে।

কড়্ কড়্ কোরে ভাই ওই বাজ পড়লো
কে জানে কোথায় কেবা অকালেই মর্‌লো।

চল্ চল্ ঘরে চল্ আর নয় বাহিরে
মিশ্ মিশে চারি দিক ঢেকে গেল আঁধারে।

হুতুম প্যাঁচা

হুতুম প্যাঁচা হুতুম প্যাঁচা
কোথায় তুমি থাকো
রাত দুপুরে আড়াল থেকে
এমন কেন ডাকো।

একলা কেন হুতুম প্যাঁচা
কোথায় তোমার প্যাঁচানি
দুই জনেতে করো সুরু
মিষ্টি গলার চ্যাঁচানি।

আঁধার সাথে ভাবটি তোমার
আলোর সাথে আড়ি।
চোখটি বুজে থাকো বসে
মুখটি কোরে হাঁড়ি।

ডাকটি তোমার বড়ই মিঠে
চমকে ওঠে পিলে
এনন মধুর 'হুতুম প্যাঁচা'
নামটি কেবা দিলে।

হুতুম প্যাঁচা হুতুম প্যাঁচা
হুত্-তুম্-তুম্-তুম্
দিনের বেলায় ঝিমোয় বসে
রাত্তিরে নাই ঘুম।

দুষ্টু মেয়ে

দুষ্টু মেয়ে কৃষ্ণকলি, করে শুধু ঝক্কি
মায়ের কাছে দস্যি বড়, বাবার কাছে লক্ষ্মী।
বাবা বলেন 'কলির মত মেয়ে যে আর হয় না',
মা রেগে কন্ 'মিথ্যে কথা, খুব হয়েছে আর না।
বাবা বলেন 'কৃষ্ণা আমার ঘরটি করে আলো'।
মা বলেন 'আরো কত, যদি না হত কালো'।

বাবা বলেন 'কলির আমার মুখটি যেন চাঁদ'
মা বলেন 'লোকে হাঁসে, দেখে মেয়ের ছাঁদ'।
বাবা বলেন 'এমন মেয়ে আর কাহারো আছে'?
মা বলেন 'মিলবে অনেক, খুঁজে দেখো গাছে'।
চকোলেটের বাক্স হাতে মাসি বলেন তাকে
'সত্যি করে বলতো কলি, ভালবাসিস্ কাকে'?
দস্যি মেয়ে শান্ত হলো, যোগায় না আর কথা
মুখের মধ্যে আঙুল পুরে, নাড়ে শুধু মাথা।
বাবাকে সে ভালবাসে' মাকে অনেক বেশী
সত্যি কথা শক্ত বলা, বাবা হবেন খুসী।
ক্ষনেক ভেবে বল্লে কলি 'সত্যি মেজমাসি
চকোলেটের বাক্সটা দাও, তোমায় ভালবাসি'।

গাঁজাখুরী

আমলাজুলীর ক্ষেন্তীবুড়ী,
চিনিস্ ভোলা তুই তারে ?
শুনছি নাকি রাত্তিরে রোজ
তিনটে করে ডিম পারে।

ডিম ফুটে তার বাচ্চা বেরোয়
মাত্র ওরে, সাত দিনে,
বাচ্চাগুলো ভারী মজার,
নিচ্চে লোকে সব কিনে।

মাথা তাদের হাঁসের মত
মানুষ যেন ঠ্যাঙ দুটো
ছুটে বেড়ায় এদিক ওদিক
সত্যি কথা, নয় ঝুটো।

কোনটারও বা মানুষ-মাথা
হাঁসের মত পা গুলো
কাঁটছে সাঁতার দীঘির জলে
পেট মোটা আর গাল ফুলো।

শুনে অবাক হচ্চে লোকে
দেখতে ছুটে আসছে,
খেন্তীবুড়ী পা ছড়িয়ে
মনের সুখে হাসছে।

কি বললি ? গাঁজাখুরী ?
কথাটা মোর সত্যি নয় ?
গোষ্টা পিসে বললে সেদিন,
তার কথা কি মিথ্যে হয়।

পাগলা ভুতো

পাগলা ভুতো যেথা সেথা
বেড়ায় নেচে রাত্রিদিন
মাথায় টোকা, হাতে হুঁকো,
মুখে বুলি 'ধিন্‌তা ধিন্‌'।
নাচ দেখে তার খুসী হলো
বনের পশু পক্ষী রে
আদর করে দিল গলায়
শুকনো ঘুঁটের তক্তি রে।
নাচের ঝোঁকে আপন-ভোলা
লাগলো খোঁচা মৌচাকে
আসলো তেড়ে মৌমাছিরা
ঘিরলো তাকে একঝাঁকে।
নাচের আসর ভঙ্গ হলো
ভুতো পালায় নাচ ভুলে
হুলের জ্বালায় ছট্‌পটানি
উঠলো তাহার মুখফুলে।
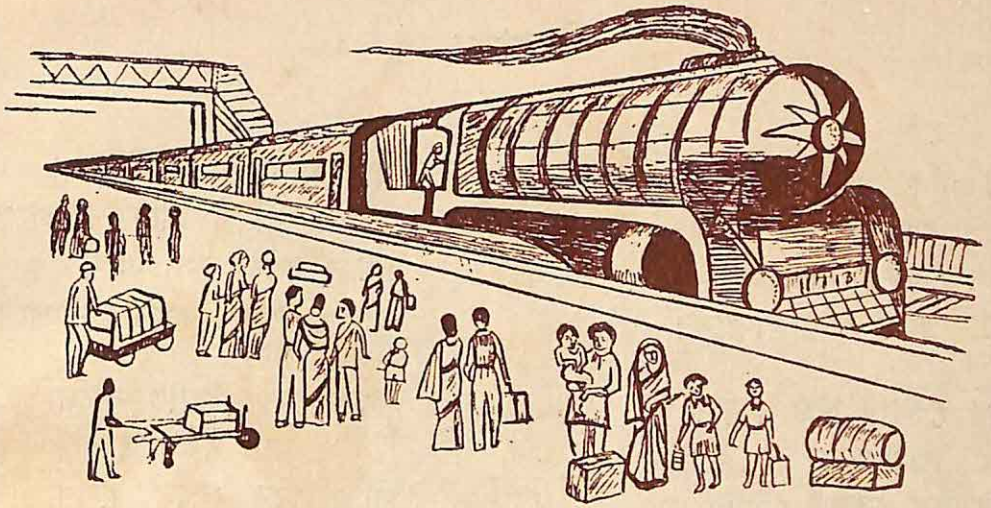
ইস্‌তিশন্

ইস্‌টিশেনে দাঁড়িয়ে গাড়ী
জল ভরে ওই ইনজিনে
যাচ্চে কালু শ্বশুর বাড়ী
গায়ে জামা ফিন্‌ফিনে।
মামা আছেন, মামি আছেন
আছেন তাঁদের তিন ছেলে
উঠতে হবে এই গাড়ীতে
যাবেন তারা ঘাটশিলে।
বস্‌লো চেপে পরান চাচা
সঙ্গে কলা মর্ত্তমান
যেতেই হবে আজকে তাঁকে
জামাই বাড়ী বর্ধমান।
জল নেওয়া হল শেষ
ইন্‌জিন আসছে
এইবার, এইবার
রেলগাড়ী ছাড়ছে।

প্রশ্ন

ছোট্ট খুকি শুধায় ডেকে
বলতো দাদা আমারে
কেমন কোরে গাধাগুলো
হচ্চে এমন হাঁদারে।

দিনের বেলায় চরে বেড়ায়
ওই দ্যাখ বন বাদাড়ে
রাত্তিরেতে কেবল চেঁচায়
এসে ঘরের পাঁদারে।

আর দ্যাখ ওই পাখীগুলো
নামটি তাদের ছাতাড়ে
ঝগড়া করে কেন এমন
সকল কাজের মাঝারে।

কাকগুলো বেজায় কালো
বক কেন সাদারে
সত্যি করে বলতো দেখি
জানিস্ যদি দাদারে।

ওল ফলে মাটির নিচে
কাঁঠাল কেন গাছে রে
পূজোর ছুটীর সময় হলে
মন কেন নাচে রে?

বেহ্মদত্যি
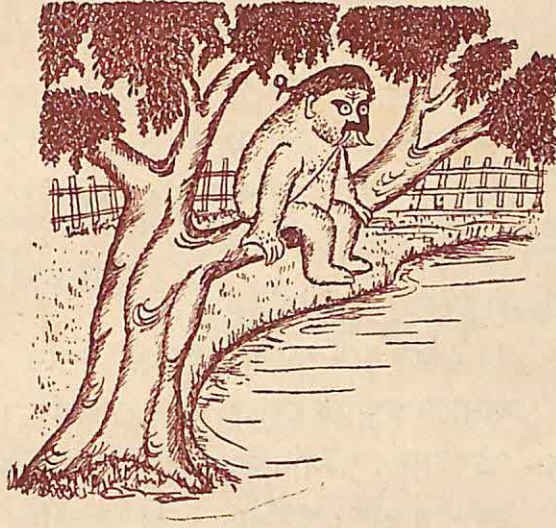
ভাগনে—পটলামামা, পটলামামা, বলো না ভাই সত্যি
কোথায় তুমি দেখেছিলে বুড়ো বেহ্মদত্যি।
মামা — মোড়োলদের ঐ পুকুর পাড়ে
রায়-বাগানের বেড়ার ধারে
তেঁতুলগাছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে নিত্যি
মূলোর মত দাঁতের পাটি, বুড়ো বেহ্মদত্যি।
ভাগনে—পটলামামা, পটলামামা, বলোনা ভাই সত্যি
কোথায় তুমি দেখেছিলে বুড়ো বেহ্মদত্যি ॥
মামা — বাবুদের তাল পুকুরে
আঁধারে রাত দুপুরে
চক্‌চকে ঐ কালোজলে পুকুর যখন ভর্ত্তি
মনের সুখে সাঁতার কাটে বুড়ো বেহ্মদত্যি।
ভাগনে—পটলামামা, পটলামামা, বলোনা ভাই সত্যি
কোথায় তুমি দেখেছিলে বুড়ো বেহ্মদত্যি।

মামা — দাসেদের আমবাগানে
সদা সে রয় গোপনে
দেখতে পেলে তেড়ে আসে, জানিস্ না একরত্তি
কাঁচা মিঠে আম খায় বুড়ো বেহ্মদত্যি।

ভাগনে—পটলামামা, পটলামামা, বলোনা ভাই সত্যি
কোথায় তুমি দেখেছিলে বুড়ো বেহ্মদত্যি।

মামা — ভাদরে তালফুলুরী
ভাজে যখন নেত্যখুড়ি
গন্ধ পেয়ে ছুটে আসে, রাগে জ্বলে পিত্তি
আনাচে কানাচে ঘোরে, বুড়ো বেহ্মদত্যি।

ভাগনে—পটলামামা, পটলামামা, বলোনা ভাই সত্যি
কোথায় তুমি দেখেছিলে বুড়ো বেহ্মদত্যি।

মামা — পৌষমাসেতে পুলিপিঠে
গন্ধটি তার বড় মিঠে
নলেন গুড়ের ভিয়েন চলে, শুনবি অনাছিষ্টি
গোয়াল ঘরে থাকে বসে, বুড়ো বেহ্মদত্যি।
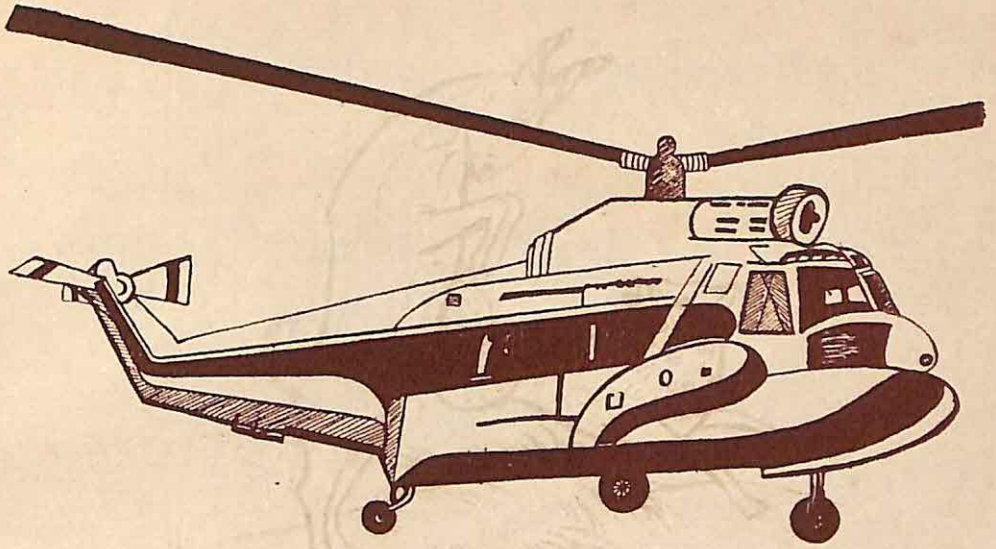
খুকুর মেয়ের বিয়ে

বর এসেছে রাজার সাজে
চড়ে হেলিকপ্টার
সঙ্গে আছেন বরের খুড়ো
ভীষন কড়া মেজাজ তার।

ব্যাঙ মহারাজ গান ধরেছে
টিক্‌টিকিতে দিচ্ছে তাল
কনের মাসির কথা শুনে
বরের খুড়ো চটেই লাল।

পেট মোটা পুরুত ঠাকুর
মাঝে মাঝে দিচ্ছে হাঁক
খুকুর মেয়ের বিয়েতে ভাই
হচ্ছে দেখি বেজায় জাঁক।
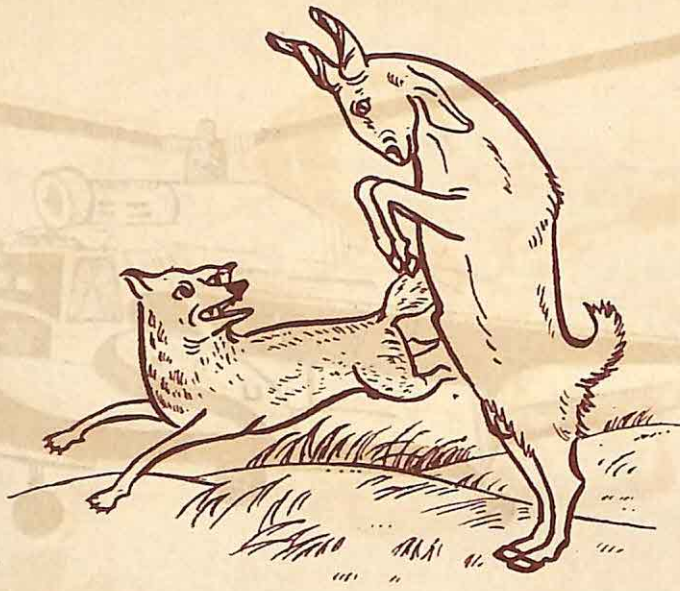
কি বিপদ

শিং নেড়ে আসে তেড়ে
রাম-ছাগলের পাঁঠা
ওরে বাবা, পালাই কোথা
হ'ল বিষম ল্যাঠা।

বন বাঁদাড়ে চরে বেড়ায়
দিব্বি নধর কান্তি
মোটা সোটা গোলগাল
তাইতে হল ভ্রান্তি।

সারাদিন খাওয়া নেই
হবে ভাল ফিষ্টি
কে জানতো ঘটবে হায়
এমন অনাছিষ্টি।

এমনি সময় গিন্নি যদি
সঙ্গে আমার থাকতো
পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে
ঘাড়টি তাহার ভাঙতো।

পলায়নই এখন দেখি
পন্থা একমাত্র।
ছাগলের স্পর্ধা দেখে
জ্বলে যায় গাত্র।

তাল গাছ, তাল গাছ, মৌরি

১

তাল গাছ, তাল গাছ মৌরি
সর্দারদের বৌড়ী
সর্দার গেল হাটে
বউ গেল মাঠে।

২

তাল গাছ, তাল গাছ মৌরি
মাছ রাধবে গৌরী
মাছের ভিতর কাঁটা
বাটনা হল বাটা।
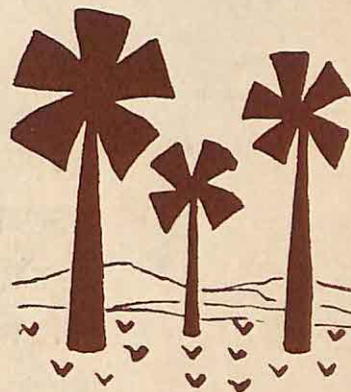
৩

তাল গাছ, তাল গাছ মৌরি
বরকনে তৈরী
বরের পিঠে নাদনা
তাক-ধুমাধুম বাজনা।

রাঁধুনি

ফুটফুটে মেয়েটি ; ডাক নাম শিবানি
মনে তার বড় সখ, হবে সে রাঁধুনি।
মা রাঁধেন, মাসি রাঁধেন, আর রাঁধে দিদি
ক্ষতি কিবা একদিন সেই রাঁধে যদি ?
মাঝে মাঝে তাই সে, ধরে বসে বায়না
মাছের ঝোলটা আজ, করিবে সে রান্না।
মাছটি না হয় সে, নাই গেল কুটিতে।
কাটিতে পারে তো হাত, বড় ধার বটিতে।
মাসি তার নিশ্চয় করে দেবে বাটনা
শিবানি করিবে শুধু ঝোলটুকু রান্না।
মা রেগে কন 'হতচ্ছাড়ি, জ্বালিয়ে খেলে আমাকে
রাত্রি দিন ঘ্যান্ ঘ্যান্, বলব আমি কাহাকে'।
মায়ের ধমক খেয়ে, শেষ হল বায়না
শিবানি মনের দুখে জুড়ে দিল কান্না।

শীতের রাতে

শীতের রাতে সেদিন দেখি
নাচ্‌ছে বুড়ী থুর্‌থুরী
চুলগুলি তার সবই পাকা
ঝোটন-বাঁধা শোন্‌-নুড়ী।

দাঁড়িয়ে ছ্যাখে মুটকো ছুলাল
হাতে নিয়ে ফুল-ঝুরী
তার পাশে ওই ভজহরি
খাচ্ছে সুখে গুড়-মুড়ী।

গোঁট্টা-পিসে দাওয়ায় বসে
টানছে কসে গুর-গুরী
লেজ নাড়িয়ে হুলো বেড়াল
দিচ্ছে পায়ে সুরসুরী।

কনকনে ঐ ঠাণ্ডা বাতাস
বইছে তখন ফুরফুরী
নাচ ফেলে তাই পালিয়ে এলাম
ঘরে দিতে লেপ-মুড়ী।

হট্টমালার দেশে

হট্টমালার দেশে রে ভাই
হট্ট-মালার দেশে
মানুষ সেথা লাঙল্ টানে
বলদেতে চষে।
মেয়েরা সব ধুতি পরে
পুরুষ পরে শাড়ী
কোচোয়ান্ মারে টান
ঘোড়া চালায় গাড়ী।
ছেলেরা সব পড়ায় ক্লাসে
মাষ্টারেরা শোনে
চাষীরা আপিস করে
বাবুরা ধান বোনে।

দুধের রঙ কালো সেথা
কালির রঙ সাদা
ধোপার পিঠে চাপিয়ে বোঝা
তাড়িয়ে বেড়ায় গাধা।
সুমুখপানে যায় না চলা
পিছু যেতে হয়
ভাবলে পরে অবাক হবে
এ মহা বিস্ময়।
ক্ষিদে পেলে খায়না লোকে
তেষ্টা পেলে কাসে
জানলে সাঁতার ডুবে মরে
নইলে জলে ভাসে।
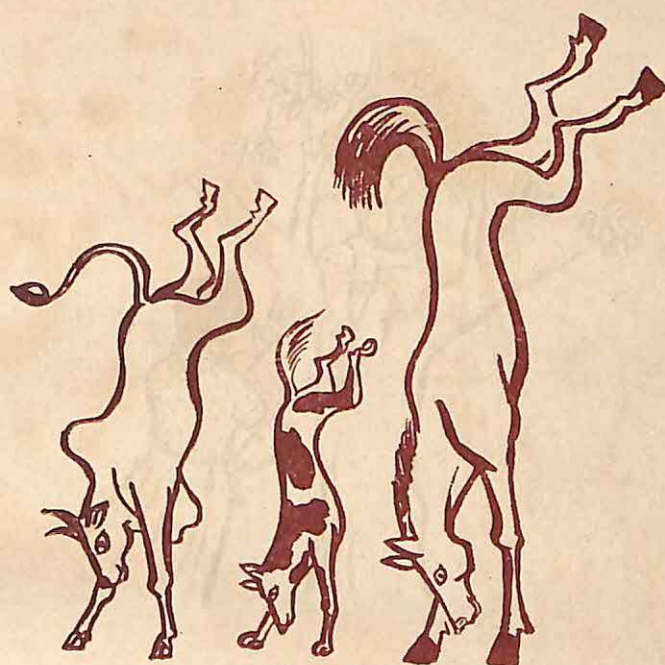
যা কিছু চাও অমনি মেলে
হয়না কিছু কিনতে
ছেলে বুড়ো নেচে বেড়ায়
নাই ভাবনা চিন্‌তে।
কাতুকুতু দিলে কাঁদে
মারলে পরে হাসে
হট্ট-মালার দেশে রে ভাই
হট্ট-মালার দেশে।
হট্ট-মালার দেশে রে ভাই
উল্টো সকল কিছু
নীচু সেথায় উঁচু, আর
উঁচু সেথায় নীচু।

জন্তুগুলো মাথায় হাঁটে
উচে তুলি ঠ্যাঙ
সাপের সংগে কোলাকুলি
করছে কোলা ব্যাঙ।
ধান গাছে আম ফলে
জাম, ডাব গাছে
ইঁদুরগুলো বেড়ালের
গলা ধরে নাচে।
রাত দুপুরে সূয্যি ওঠে
দিন দুপুরে চাঁদ
ঘুঘু সেথা নাইকো মোটে
আছে ঘুঘুর ফাঁদ।

টোপাকুল

ছোট ভাই — হাঁ কোরে বারে বারে
(কুলগাছ হইতে) হানছিস্ দৃষ্টি ?
এ গাছের কুলগুলো
নয় মোটে মিষ্টি।
টক কুল খেলে পরে
হবে তোর সর্দি
ডাক্‌তে হবেই শেষে
ডাক্‌তার বদ্দি।

দিদি — তাই তুমি চুপি চুপি
কুল গাছে উঠেছো
ডালে বসে কুলগুলো
টপাটপ্‌ গিলছো।

খেয়োনাকো টোপাকুল,
জ্যাঠাবাবু বলেছে
কুলতলা একেবারে
যেতে মানা করেছে।
বাড়ী এলে জ্যাঠাবাবু
বলে দেবো আমি
রোজ্ রোজ্ চুরি কোরে
কুল খাও তুমি।

ছোট ভাই — নুন দিয়ে কুল খেলে
কোনও দোষ নাই
তোর কাছে নুন আছে?
দেনা দিদি-ভাই?

দিদি — টোপাকুলে নুন দিলে
টক হয় মিষ্টি
গোটাকত ফেলে দেনা,
দেবো নাকো দৃষ্টি।

পক্ষিতত্ত্ব

শ্যামা

একা একা ডালে বসে
শ্যামা দেয় শীষ্,
আর কারও সংগে তার
নাহি খায় মিশ্।

পাপিয়া

বন-পথে রোজ শুনি
ডাকে ঐ পাপিয়া
কি যেন হয়েছে তার
মরে কারে খুঁজিয়া।

ময়না

আমাদের ময়না
চায় শুধু গয়না
তাড়াতাড়ি একখানা
কিনে তারে দাওনা।
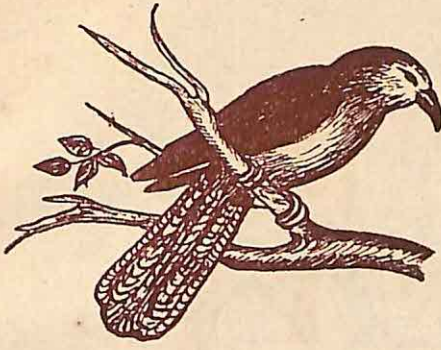
দোয়েল

দোয়েলের গলাখানি
অতি চমৎকার
শুনে মন হয় খুসী
ডাক্ রে আবার।

টিয়া

এক পাখী দুই নাম
টিয়া আর তোতা
টুক্ টুকে লাল ঠোঁট
জানো পেলে কোথা ?
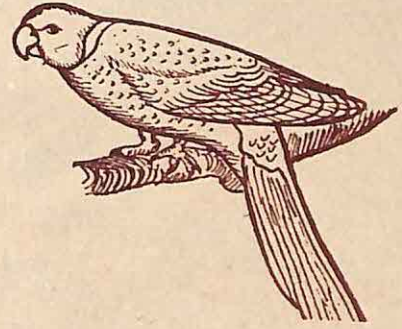
নীলকণ্ঠ

নীল নয় গলা তার
তবু নীলকণ্ঠ
এত বুদ্ধি তার পেটে
কেবা সেটা জান্‌তো।

বাদলা দিনের ছড়া

কালো মেঘে সূয্যিমামার মুখটি ঢেকেছে
দীঘির জলে শালুক ফুল ফুটে উঠেছে।
পথের ধারে কদম্‌ফুলে গাছটি ছেয়েছে
রায়বাবুদের মেয়েগুলো নাইতে এসেছে।

বাটী-ভরা তেল-হলুদ, মাথা-ভরা চুল
কোমরেতে বিছেহার, কানে হীরের দুল।
পরণেতে লাল শাড়ী, ছোট্ট রাঙা পা
হেসে হেসে কথা কয়, দুধে-আলতা গা।

ও পথে যেয়ো না, কুলের কাঁটা আছে
এ পথে এসো না, ভুঁড়োশেয়াল নাচে।
শেয়ালমামা, শেয়ালমামা পথটি ছেড়ে দাও
শেয়ালমামী রাগ করেছে, ঘরে ফিরে যাও।

নদীর জলে বান ডেকেছে
আসছে তুফান ভারী
জল ভরা ঐ কলসী নিয়ে
চল রে এবার বাড়ী।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেবো মেপে।
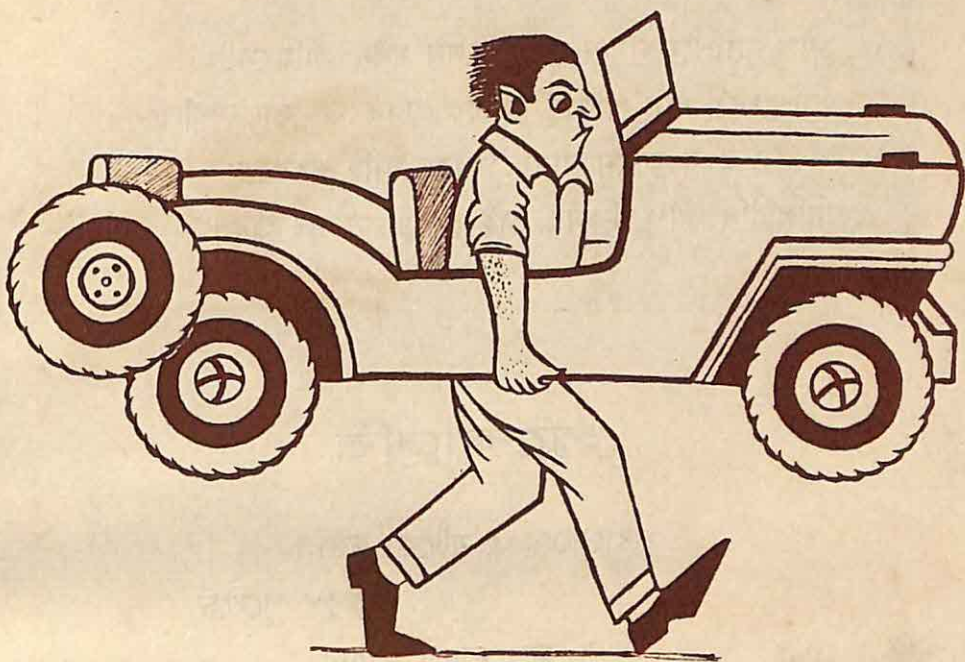
নকুড় মামার জীপ্

"নকুড় মামার জীপ্ দেখেচ ? মিলিটারি জীপ্" ?
চড়লে পরে ভয়ে প্রাণ করবে ঢিপ্ ঢিপ্।
ইন্‌জিন্‌টা একটু খারাপ, আর সকলি ঠিক
নকুড় মামা জীপ্ কিনেছে, মিলিটারি জীপ্।

জীপ্ চালাতে মামাবাবুর গাত্রে বহে ঘর্ম
হেসে বলেন, "জীপ্ চালানো, যার তার কর্ম ?
মিলিটারি জীপ বাবা, কত লড়াই করেছে
ইউরোপের যুদ্ধে এর পিতামহ লড়েছে।"

মরজী মত চলে জীপ্, যখন খুশি যায় থেমে
চড়লে পরে নাকাল হবে, ঠেলতে যাবে গা ঘেমে।
বদ-মেজাজি বুড়োর মত আওয়াজ করে বিকট।
ঘর্-র-র ঘটাং, ঘর্-র-র ঘটাং, ঘর্-র-ঘটাং ফট্।

জীপ্ চালিয়ে নকুড়-মামা চলেন যখন আফিসে
ভয় পেয়ে যায় পাড়ার লোকে, ডাকতে ছোটে পুলিশে।
বুঝিয়ে তখন বলেন মামা "কারণ নাহি শংকার
মিলিটারি জীপ্ কিনা, তাই ছাড়ে সে হুংকার।"

লুকোচুরি

বোসেদের ঐ মুটকো দুলাল
কুকুর পুষেছে
আদর করে নামটি তাহার
ভুলুয়া রেখেছে।
বিকেল বেলায় বাগানেতে
দুলিয়ে বিরাট ভুঁড়ী
ভুলুর সাথে দুলালবাবু
খেলছে লুকোচুরি।
প্যাংলাপারা ছাতিম গাছের
পিছনেতে দাঁড়িয়ে
ভাবছে মনে দুলালবাবু,
আছেন তিনি লুকিয়ে।
ভুলুরে তাই বলছে ডেকে
'শোনরে ওরে ভুলুয়া
লুকিয়ে আছি আমি কোথায়,
বার করতো খুজিয়া।'
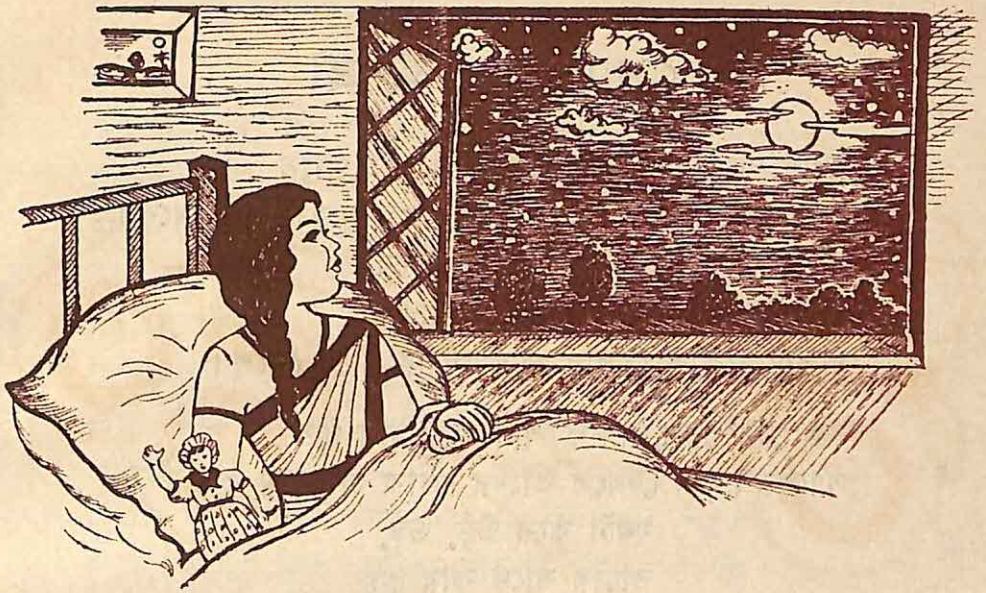
আকাশ বুড়ী

মাগো,

আকাশটা যে কেমনতরো
বোঝা বিষম দায়
রং বেরঙের কত ছবি
ফুটছে তাহার গায়।
ভোরের বেলা দেখি তারে
সোনার রঙে রাঙা
রাত্তিরেতে হাসতে থাকে
আধখানা চাঁদ ভাঙা।
সন্ধ্যাবেলায় দ্যাখো সেথায়
কোন সে খেয়ালী,
হাজার তারার প্রদীপ জ্বেলে
সাজায় দেয়ালী।

আষাঢ় মাসে মেঘের রাশি
আঁধার করে আসে।
বৃষ্টি-বাদল থামলে শেষে
দিনের আলো হাসে।
আশ্বিনেতে হাল্‌কা মেঘে
আকাশ থাকে ছেয়ে
নীল সাগরে মেঘের ভেলা
ছোটে হাওয়ায় বেয়ে।
আকাশ-বুড়ী ভালবাসে
পরতে রঙিন শাড়ী,
কতো রকম রঙের খেলা
নিত্যি দেখি তারি।

খোকার ইচ্ছা

নদীর ঘাটে জাহাজগুলো কোথা হতে আসে
ভোঁ ভোঁ করে বাজিয়ে বাঁশি, চলে যায় কোন্ দেশে।
অবাক হয়ে রই চেয়ে
ইচ্ছে করে যাই বেয়ে
দূরের আকাশ যেথায় এসে জলের সাথে মেশে।

রঙ বেরঙের পোষাক পরা মাল্লামাঝি যত
সাঁঝের বেলা দেখতে তাদের লোক জমা হয় কত।
মনটা করে উড়ু উড়ু
তাদের সাথে করি শুরু
জাহাজ চড়ে যাইরে দূরে, হয়ে তাদের মত।

কাল-বোশেখি আসবে যখন নীল সাগরের বুকে
বাজিয়ে মাদল, মত্ত পাগল, দাঁড়াবে তাল ঠুকে।
ঝড়ের সাথে হবে লড়াই
ঝড়েরে কি আমরা ডরাই
ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দেব, সাহস বেঁধে বুকে।
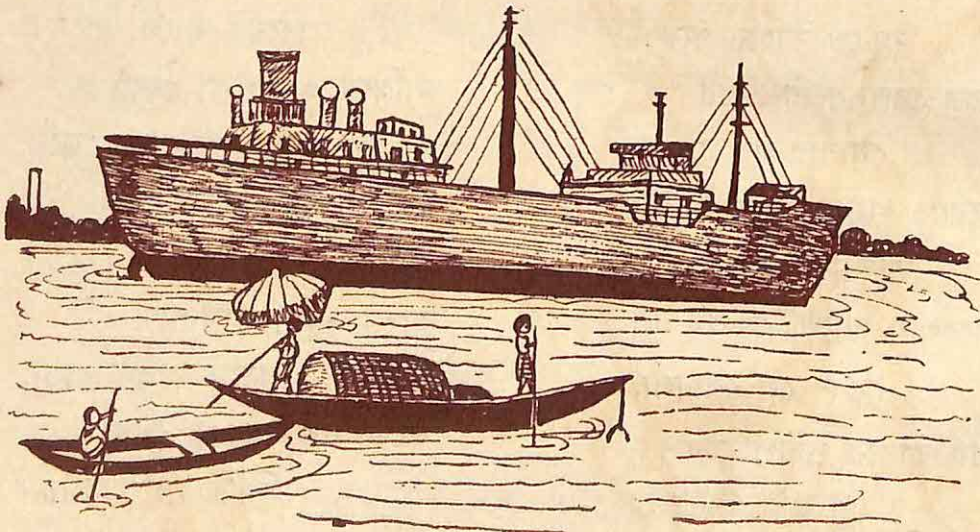
মিথ্যে ভয়

ভয় পেয়োনা, ভয় পেয়োনা, একটুখানি দাঁড়িয়ে যাও
পেট্টা আমার একটু বড়, তোমরা তাতেই ভয় কি পাও?
চেহারাটা নয়কো ভালো, জানে সেটা সব লোকে
কত কথা আমার নামে, বলে বেড়ায় নিন্দুকে।
দুষ্টু লোকে বলে বেড়ায়, আমি নাকি বদ্‌রাগি
আসবেনাকো আমার কাছে, সত্যি তুমি তার লাগি?
কান দিয়ো না ওসব কথায়, লোকটা আমি খুব ভালো
কামড়ে দেব তোমায় আমি? আরে ছি ছি রাম বলো।
মূলোর মত দাঁতের পাটি, তাই কি তুমি ভয় পেলে?
দাঁতগুলো যে সবই ভোঁতা, নড়বড়ে আর হ'ল্‌-হ'লে।
এত কোরে বলছি আমি, তবু তুমি শুনবে না?
পালিয়ে যাবে এখান থেকে, আমার কাছে আসবে না?
বেয়াদবি আমার সাথে, সাহস তোমার কম তো নয়?
চাট্‌নি কোরে ফেলবো গিলে, পেলে অমন মিথ্যে ভয়।
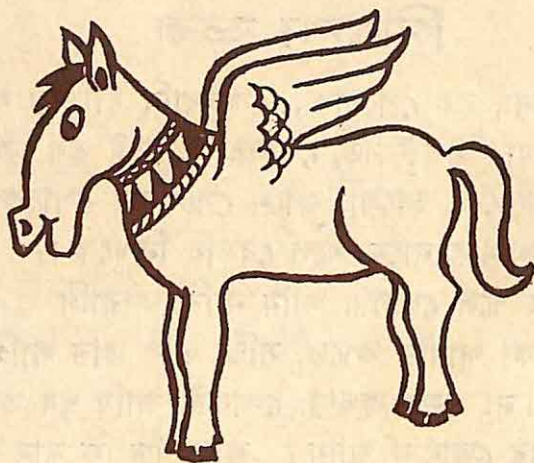
আজগুবি

সত্যি কোরে, বল্ আমারে, ওরে ও ভাই আজগুবি
কখন ওরে করবি সুরু, আঁকবি এবার কোন্ ছবি।
দুধ-সায়রে সোনার কমল উঠলো ফুটে কোন্ দেশে
অজানা কোন্ রাজার মেয়ের ময়ূরপংখী যায় ভেসে।
তিনটে মাথা দৈত্যবুড়ো, ঘুমোয় কোথা গাছের ছায়
কোন সে রাজার সুয়োরাণী, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়।
ডাইনী বুড়ী কোথায় ওরে, বসে বসে গাইছে গান
রাজকন্যার চোখের জলে মরাগাঙে ডাকলো বান।
অজগরের মাথার মানিক পড়লো কোথায় খসে
বন্ধুহারা কোটালপুত্র কাঁদছে কোথায় বসে।
সাগর ঘেরা প্রবাল দ্বীপে সাগর রাজার বাড়ী
দৈত্যকুমীর দ্যায় পাহারা পাঁচটা দ্বারে তারই।
সাধ্যি কাহার ঢুকবে সেথায়, আগলে আছে পথ
গহন রাতে আসলো নেমে সোনার মায়ারথ।
রাজার মেয়ে চম্পাবতী, মেঘ বরণ কেশ
স্বপ্ন দেখেন কত কি যে, নাইকো তাহার শেষ।
তার পরেতে কি যে হলো, আমরা সবাই ভাবি
আজগুবি ভাই এবার তুমি, আঁকবে তারি ছবি।

দেশের মাটি

প্রণাম করি তোমায় মাগো
ও আমার দেশের মাটি
তোমার কোলে জন্ম আমার
তুমিই মোদের জীবন-কাঠি !

প্রভাতে মা, দিনমণি
তোমার গায়ে সোনা ছড়ায়
আদর করে সোনার রঙে
মাগো তোমার আকাশ রাঙায়।

ছয়টি ঋতু করছে সদা
আনাগোনা তোমার কোলে
শত নদীর মুক্তাধারা
মাগো তোমার বুকে দোলে।

সবুজ ঘন ধানের ক্ষেতে
বিছানো মা তোমার আঁচল
নীল সাগরের উর্মিমালা
ধোয়ায় যে মা পদ-কমল।

মাথায় মুকুট ওই হিমালয়
স্নিগ্ধ করে দেহখানি
স্বর্গ হতেও তুমি বড়
তুমি মোদের হৃদয়রাণী।

আমার কথাটি ফুরুল

আমরা দুটি ভাই
খেয়ালি গান গাই
খুশিতে মন নেচে ওঠে
ডুগ—ডুগি বাজাই।
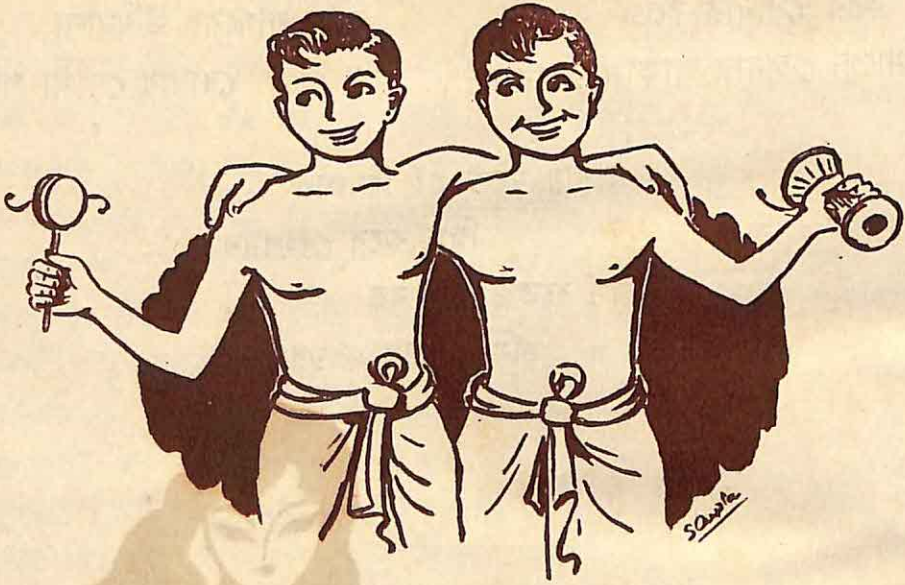
উঠলো ভোরের তারা
গানটি মোদের সারা।

সমাপ্ত

ডালিম গাছে মৌ